ঢাকা, ৩০ মে ২০১০

জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক-এর অন্তভূক্তির শর্ত দাতাদেশ সমূহের ঔপনিবেশিক চরিত্রের'ই বহিঃপ্রকাশ

"ইউরোপ সহ অন্যান্য উন্নত দেশসমূহ, আগে তোমাদের কার্বন দেনা পরিশোধ করঃ Multi Donor Trust Fund (MDTF) ব্যবস্থাপনায় টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স বা অন্য কোন নামে বিশ্বব্যাংকের কোন ধরনের অবস্থান চাই না"

প্রিয় বন্ধুগন,

আপনারা অবগত আছেন যে, ৩০ এবং ৩১ মে ২০১০ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে Global Climate Change Alliance-এর এশীয় কনফারেন্স। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এ কনফারেন্সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও সমঝোতা বিষয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। পাশাপাশি এ কনফারেন্সে মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড এর বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও চুড়ান্ত হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন দাতাদেশের সহযোগীতায় গঠিত মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক-কে অন্তর্ভূক্ত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। এ প্রেক্ষাপটে, ইক্যুইটিবিডিসহ দেশের অন্যান্য নাগরিক সমাজ দাতাদেশ সমূহের এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল।

উল্লেখ্য যে, গত ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম' সভায় অন্যান্য আলোচনার পাশাপাশি Multi Donor Trust Fund (MDTF) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তর আলোচনা-বিতর্ক হয়। Multi Donor Trust Fund (MDTF) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টিতে বাংলাদেশ সরকারসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক ও নাগরিক সংগঠনসমূহের আপত্তি ছিল তা হল; এ তহবিল প্রদানের শর্ত হিসেবে তহবিল ব্যবস্থাপণার কর্তৃত্ব বিশ্ব ব্যাংক-এর কাছে ন্যস্ত করা। বস্তুত: ২০০৮ সালে Multi Donor Trust Fund (MDTF)- এ যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক ৫ বছরের জন্য ৭ কোটি পাউন্ড (প্রায় ৯৬ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার) প্রদানের প্রতিশ্রুতির পর থেকেই দেশটির স্থানীয় উন্নয়ন এজেন্ট 'ডিএফআইডি' এ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার বিশ্বব্যাংক-এর কাছে ন্যস্ত কারার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দিয়ে আসছিল। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ তহবিলে ৯.৫ মিলিয়ন ইউরো প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তহবিলে বিশ্ব ব্যাংক-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে যুক্তরাজ্যের সাথে শামিল হয়। বস্তুত জলবায়ু তহবিলে উন্নত দেশসমূহের নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রাখতেই দেশসমূহ তাদেরই স্বার্থ রক্ষার্থে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে এ তহবিল ব্যবস্থাপণায় সম্পৃক্ত করতে তৎপর হয়ে উঠে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরাম-এর শেষ দিবসে, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০, Multi Donor Trust Fund (MDTF) ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন যে, মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বাংলাদেশের হাতেই থাকবে। তবে এই অর্থ কিভাবে খরচ করা হবে তার জন্য বিশ্ব ব্যাংক কারিগরী সহায়তা দিবে। এ জন্য সরকার বিশ্বব্যাংক-কে মোট অর্থে ১ শতাংশ দেবে। Multi Donor Trust Fund (MDTF) এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কারণ কারিগরী সহায়তার নামে এ তহবিলে বিশ্বব্যাংক-এর অন্তভূক্তি একটি অজুহাত মাত্র, যেখানে বাংলাদেশের কারো কোন কারিগরী সহায়তা ছাড়াই বিশাল বরাদ্ধের বাজেট খরচের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আবার বিশ্বব্যাংক জলবায়ু তহবিল খরচের ক্ষেত্রে কি ধরনের কারিগরী সহায়তা দেবে তা ছিল অস্পষ্ঠ। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কারিগরী সহায়তার নামে দাতাদের অনুদানের এক বিরাট অংশ তাদের কাছেই ফেরত যায়।

আসন্ন Global Climate Change Alliance-এর এশীয় কনফারেন্স-এ মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড এর বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার বিশ্বব্যাংক-কে সম্পৃক্ত করতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ স্পষ্ঠতই দাতাদেশ সমূহের ঔপনিবেশিক চরিত্রের'ই বহিঃপ্রকাশ।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলার তহবিল গঠনের একক মূলনীতি হচ্ছে Polluter pay Exploiter pay Principle অর্থাৎ যাদের বা যেসব দেশের কর্মকান্ডের (দূষনসৃষ্টি , কার্বন নির্গমন, সম্পদ শোষন ইত্যাদি) জন্য বিশ্ব আজ বিপর্যয়ের সম্মূখীন তাদেরকেই এর দায় শোধ করতে হবে। ধনী দেশগুলোতে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের কারনে সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলার ব্যয়ভার গরীব দেশগুলো বহন করতে পারেনা; বরং দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল বরাদ্দ উন্নত দেশগুলোকে করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে যাদের কোন ভূমিকা নেই সেসব ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের প্রতি ন্যায় বিচারের স্বর্থে উন্নত দেশগুলোরই উচিত প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করা। এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ কোনভাবেই শর্তযুক্ত এবং বিশ্ব ব্যাংক-এর মত দূর্নীতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে না। কারণ (ক) এটা আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মত জলবায়ু অর্থায়নের "Polluter pay and exploiter pay principle" এর বিরুদ্ধে (খ) এটা বিশ্ব ব্যাংক-কে বিশ্বের অন্যান্য জলবায়ু ঝুঁকি সম্পন্ন দেশের তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেতে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেবে, (গ) এই তহবিল ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের

দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে আরো অধিকতর ভাবে বাচবিচার বিহীন ব্যাক্তিখাতকরণ ও উদারীকরণ (Privatization and Liberalization) চাপিয়ে দেবে। যা কিনা ইতিমধ্যে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সব শর্তগুলো আমাদের মতো দেশে দারিদ্রতা পুনরোৎপাদনের মূল কারণ। জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল শর্তযুক্ত কোনো উন্নয়ন সাহায্যের বিষয় নয়, বরং উন্নত দেশগুলোর জন্য এটা স্বতন্ত্র ও সম্পুরক দায়িত্ব, কারন তারাই জলবায়ু দুষন এবং মানুষের বিপদাপন্নতার জন্য দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক-এর নিয়ন্ত্রনাধীন এবং কোন শর্তযুক্ত ফান্ড না নেয়ার জন্য আমরা সরকারকে আবারো আহ্বান জানাই। পাশাপাশি জলবায়ু তহবিল (MDTF)-এ বিশ্ব ব্যাংক-এর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় দাতাসংস্থার পাঁয়তারার বিরুদ্ধে এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় দেশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহবান জানাই।

আমরা বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ দপ্তর, আমলা ও দেশের নীতিনির্ধারকদের অবহিত করতে চাই যে, ২০০৭ সালে সংঘটিত সাইক্লোন সিডর-এ প্রাণ হারায় প্রায় ৪ হাজার নর-নারী-শিশু। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৭ সালের বন্যা ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন আইলায় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় যথাক্রমে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জলবায়ু পরিবর্তনের এসব নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশসমূহ হতে প্রয়োজনীয় সাড়া ও সহযোগিতা আমরা পাইনি। উন্নত দেশসমূহ ও তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের দেশে অর্থ-লগ্নী করতেই বেশী আগ্রহী; এ সমস্থ অর্থ-লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে শর্তযুক্ত উন্নয়ন সহযোগিতা উন্নত দেশসমূহের ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক চরিত্রের'ই অংশবিশেষ। আমরা দাতা দেশসমূহের এ ধরণের আচরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় ও রাজনৈতিক অবস্থান দাবী করছি। সেই সাথে নিম্মোক্ত দাবী সমূহ উপস্থাপন করছি।

(১) জলবায়ু পরিবর্তনের আর কোন আলোচনা সেমিনার নয়, ঘুর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর।

(২) জলবায়ু পরিবর্তনের নামে সভা, সেমিনারের ব্যবসা আর নয়, উন্নত দেশগুলো থেকে ক্ষতিপুরণ চাই।

(৩) উন্নত দেশসমূহ আগে তোমাদের কার্বন দেনা পরিশোধ কর, মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড সহ সকল জলবায়ু তহবিলের জন্য আলাদা তহবিল গঠন কর।

(৪) সকল জলবায়ু তহবিল চাই গনতান্ত্রিক মালিকানা, অর্থ্যাৎ যেখানে নাগরিক সমাজ, সরকারী দল, বিরোধী দল, ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার প্রতিনিধি ও গনমাধ্যমের প্রতিনিধি থাকবে। এ লক্ষ্যে পৃথক ফাউন্ডেশন করা হউক।

(৫) সকল জলবায়ু তহবিলে তথাকথিত সরকারী মালিকানা, অর্থ্যাৎ শুধুমাত্র মন্ত্রী ও আমলাদের প্রতিনিধিত্ব, লুটপাটের প্রস্তুতি বিশেষ। জলবায়ু তহবিল ট্রাস্ট এ্যাক্ট বাতিল কর।

(৬) জলবায়ু আলোচনার নামে জলবায়ু পরামর্শদাতা ও তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের রাজত্ব, দাতাদের অবহেলা ও গোয়ার্তুমিকে না বলুন।

(৭) দাতাদের সাহায্য প্রদানকে শুধুমাত্র আমলা আর নেতাদের জন্য নয়, জনবায়ু তহবিল গরীব মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ কর।

(৮) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা, বৃটেন, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও আই এম এফ এরা জলবায়ু দূষনের জন্য দায়ী।

(৯) সেমিনার সভার নাম জলবায়ু পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞদের আর কোন ব্যবসা নয়। এই টাকা জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা আর উপকুলের মানুষের কাছে নিয়ে যাও।

(১০) আমরা সাতক্ষীরা আর উপকুলীয় এলাকায় বাঁধ চাই আর একটাও জলবায়ু সেমিনার চাইনা।

(১১) ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু দূষনের ক্ষতিপুরণ দাও: বাংলাদেশের ৩ কোটি উপকুলীয় জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের তোমাদের দেশে থাকার অধিকার দাও। কারণ জাতিসংঘের সকল সনদ অনুসারে তাদেরও বাচাঁর অধিকার আছে।

----------আয়োজক সংগঠন সমুহ----------

অর্পন, এএমকেএস, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, সিএসআরএল, ইক্যুইটিবিডি,কৃষাণী সভা, লিড ট্রাস্ট, অনলাইন নলেজ সেন্টার, লাভিয়া কেম্পাসিনা- বাংলাদেশ, এমএফটিডি, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস ফেডারেশন, উদ্দীপন

যোগাযোগ: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি ৯/৪, সড়ক ২. শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫,
ইমেইল : info@equitybd.org, ওয়েব সাইট : www.equitybd.org